জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল জনঅংশগ্রহণমূলক বন নীতিমালার উপর

নীতিনির্ধারণী পত্র

'সুন্দরবনের আহরণযোগ্য সম্পদের উপর নির্ভরশীল দরিদ্র শ্রমজীবীদের অধিকার নিশ্চিতকরণ' প্রকল্প

সম্পাদনায়
ফেরদৌসউর রহমান

প্রদীপন
মানুষের জন্য প্রকল্প

মানুষের জন্য
manusher jonno
promoting human rights and good governance

একটি প্রদীপন প্রকাশনা

জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল জনঅংশগ্রহণমূলক বন নীতিমালার উপর

নীতিনির্ধারণী পত্র

'সুন্দরবনের আহরণযোগ্য সম্পদের উপর নির্ভরশীল দরিদ্র শ্রমজীবীদের অধিকার নিশ্চিতকরণ' প্রকল্প

সম্পাদনায়
ফেরদৌসউর রহমান

প্রদীপন
মানুষের জন্য প্রকল্প

মানুষের জন্য
manusher jonno
promoting human rights and good governance

একটি প্রদীপন প্রকাশনা

সম্পাদনা পরিষদ

বিশ্বনাথ রায়
প্রধান নির্বাহী, প্রদীপন

শেখ জাহিদুর রহমান
প্রকল্প সমন্বয়কারী
প্রদীপন-মানুষের জন্য প্রকল্প

সাউদিয়া আনোয়ার
অ্যাডভোক্যাসী সমন্বয়কারী
প্রদীপন-মানুষের জন্য প্রকল্প

আহ্সান টিটু
অ্যাডভোক্যাসী অফিসার
প্রদীপন-মানুষের জন্য প্রকল্প

বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন
মহুয়া লেয়া ফালিয়া
প্রোগ্রাম ম্যানেজার (রাইটস্)
মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন
ও
ফারুক মিয়া
গ্রান্টস্ ম্যানেজার
মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

প্রচ্ছদ
সাউদিয়া আনোয়ার
অ্যাডভোক্যাসী সমন্বয়কারী
প্রদীপন-মানুষের জন্য প্রকল্প

প্রকাশকাল
ডিসেম্বর ২০১১

মুদ্রণ
সানী প্রিন্টার্স লিঃ, মগবাজার, ঢাকা।

প্রকাশনায়
মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন-এর সহায়তায় প্রদীপন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন
'সুন্দরবনের আহরণযোগ্য সম্পদের উপর নির্ভরশীল দরিদ্র পেশাজীবীদের অধিকার নিশ্চিতকরণ' প্রকল্প

সম্পাদকীয়

মানুষের চেতনায় বন আর মানুষ খুব কমই একীভূত হতে পেরেছে। প্রদীপন যখন নব্বইয়ের দশকে সুন্দরবন নিয়ে কাজ করতে শুরু করে তখন সাংগঠনিকভাবে প্রদীপনের দৃষ্টিতেও সুন্দরবন ছিল রহস্যে ঘেরা এক বন। তারপর বনের সাথে আমাদের চেনাজানা বেড়েছে, বনের রহস্যের ঘোর ফিকে হয়ে এসেছে। মানুষ ও প্রকৃতির পারস্পরিক সম্পর্কের রূপ বিচিত্র; এই সম্পর্ক কখনো বৈরিতার, কখনো সহমর্মীতার আবার কখনো বা সহাবস্থানের। সম্পর্কের এই বিচিত্রমুখীতা এবং টানাপোড়নের মাঝেও যে কথাটি স্পষ্ট তা হলো আমাদের বন ও মানুষের মধ্যে বিদ্যমান পারস্পরিক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের হাজার বছরের বহমান ইতিহাস। ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর চাওয়া না চাওয়া একে হয়ত প্রভাবিত করে কিন্তু নিয়ন্ত্রন করে না। প্রদীপন বনজীবি ও বননির্ভর মানুষের সাথে কাজ করার আলোকে বিশ্বাস করে ও দাবী করে যে, বন ও মানুষের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের স্বীকৃতি পাক সকল মানুষের কাছে, আর সকল মানুষের প্রতিনিধিত্বকারী সরকারের কাছে, স্বীকৃতি পাক সরকারের চেতনায়, আইনে আর সরকারী নীতিমালায়। এই মঙ্গলময় সুন্দর সহাবস্থানকে স্বীকার করে নেবার প্রথম দলিল হয়ে থাক বাংলাদেশের ১৯৯৪ সালে প্রণীত বন নীতিমালার আগামীর সংশোধন সংযোজন কিংবা বিয়োজনের প্রয়াস।

প্রদীপন দেশের সর্বস্তরের সচেতন নাগরিকের সাথে একমত পোষণ করে যে, ১৯৯৪ সালে প্রণীত বন নীতিমালার সংশোধনী হতে পারে প্রথম বন নীতিমালা যাতে সন্নিবেশিত হবে সে সব যুগান্তকারী দিক নির্দেশনা যা আমাদের সাহায্য করবে নিকট বর্তমানের সম্ভাব্য বিপর্যয় "জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতের" সাথে অভিযোজন ঘটিয়ে বনজীবি আর বননির্ভর মানুষের মঙ্গল নিশ্চিত করতে আর তা করতে হবে সমগ্র মানবগোষ্ঠীর কল্যাণ ও অস্তিত্বকে নিশ্চিত করবার জন্য।

প্রদীপন প্রায় দুই দশক ধরে বননির্ভর ও বনজীবীদের সাথে কাজ করার প্রেক্ষাপটে বননির্ভর ও বনজীবী মানুষের চাহিদা ও তাদের মতামত নীতিনির্ধারকদের কাছে পৌছে দেয়া, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মতামত তুলে ধরা এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে ব্যাপক গণসচেতনতা তৈরী করাকে দায়িত্ব মনে করে এবং বিশ্বাস করে যে, এর ফলে সরকারের পক্ষে একটি গনমুখী ও জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল নীতিমালা তৈরী সহজতর হবে। সমাজের যারা বিবেক তারা আমাদের সহযাত্রী হবেন এ কামনা করছি চেতনা আর বিশ্বাসের গভীর থেকে।

প্রদীপন নিকট অতীতে বিভিন্ন সরকারী অধিদপ্তর এবং সংস্থার সাথে সাফল্যের সাথে পলিসি অ্যাডভোক্যাসীর কাজ করেছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বনবিভাগের সাথে সুন্দরবনের বনজীবীদের সুসম্পর্ক গড়ে তোলা, বনবিভাগের মাধ্যমে সুন্দরবনের চর সমূহে মাছ শিকার এবং শিশুশ্রম নিরোধ করা। সমাজ কল্যাণ ও পুলিশ প্রশাসনের মাধ্যমে পুরাতন ঢাকার কারখানা সমূহে চৌদ্দ বছরের উপরের শিশু শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে কোড অব কন্ডাক্ট তৈরী ও তার বাস্তবায়ন। আমারা আশা করি আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা বর্তমানে পলিসি অ্যাডভোক্যাসীর কাজকে সুসংহত ও সহজতর করবে।

ভূমিকা

প্রদীপন, খুলনা ভিত্তিক বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা, যা ১৯৮৩ সাল থেকে বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য কাজ করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০৪ সাল থেকে দাতা সংস্থা 'মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন' এর আর্থিক সহায়তায় সুন্দরবনের সম্পদের উপর নির্ভরশীল দরিদ্র পেশাজীবীদের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য কার্যক্রম হাতে নেয়। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো, সুন্দরবন ভিত্তিক পেশাজীবীদের সুন্দরবনের সম্পদের উপর অভিগম্যতা এবং একই সাথে তারা যাতে বনের সংরক্ষক হিসাবে নিজেদের দাবী করতে পারে তা নিশ্চিত করা।

'সুন্দরবন' বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল ও ভারত জুড়ে বিস্তৃত। বাংলাদেশের মোট আয়তনের ৪.২ শতাংশ এবং মোট বনাঞ্চলের ৪৪ শতাংশ জুড়ে থাকা এ বনের প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। মূল্যবান প্রাণীজ, জলজ ও বনজ সম্পদ মিলিয়ে অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদের আঁধার এই সুন্দরবন শুধু জীব-বৈচিত্র্যের উৎস নয়, প্রাকৃতিক এই সবুজ বেষ্টনী শত শত বছর ধরে উপকূলীয় অঞ্চলের অধিবাসীকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগের ছোবল থেকে রক্ষা করে চলেছে। পৃথিবীর একক বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন– সুন্দরবন যা বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রায় ৫-৬ লক্ষ মানুষের জীবন ও জীবিকার সংস্থান করে।

কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সুন্দরবনের উপর নির্ভরশীল পেশাজীবীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া, বনজ সম্পদ আগের চেয়ে কমে যাওয়া, পলি পড়ে নদীগর্ভ ভরাট ও ভূমি উঁচু হয়ে যাওয়া, আহরিত সম্পদের বাজারজাতকরণের সমস্যা, বনদস্যুর অত্যাচার, বনজ সম্পদের উপর আইনানুগ অধিকার না থাকা, মধ্যস্বত্ত্বভোগী ও মহাজনদের শোষণ, আইনী হয়রানী প্রভৃতি বিবিধ কারণে সুন্দরবনের পেশাজীবীদের জীবন-জীবিকা আজ হুমকীর সম্মুখীন। সার্বিক এই অবস্থা অনুধাবন করেই উন্নয়ন সংস্থা 'প্রদীপন' সুন্দরবন সংরক্ষণ ও সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সুন্দরবনের উপর নির্ভরশীল পেশাজীবীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কার্যক্রম হাতে নেয়। এই পর্যায়ে একটি কথা না বললেই নয়, প্রদীপনই সর্বপ্রথম ১৯৯৮ সালে সেভ আওয়ার (এস ও এস) সুন্দরবন প্রকল্পের মাধ্যমে সুন্দরবনের পেশাজীবীদের অধিকার সংরক্ষণে প্রত্যক্ষভাবে কাজ করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। পরবর্তীতে এ উদ্যোগে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় 'মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন'। ফলশ্রুতিতে এই কার্যক্রম নতুন রূপ পায় এবং বাস্তবায়নে আসে 'সুন্দরবনের আহরণযোগ্য সম্পদের উপর নির্ভরশীল দরিদ্র শ্রমজীবীদের অধিকার নিশ্চিত্করণ প্রকল্প' বা সংক্ষেপে 'প্রদীপন মানুষের জন্য' শিরোনামে প্রকল্পটি। প্রথম পর্যায়ে ২০০৪ সালের মার্চ মাস হতে ২০০৬ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত খুলনা জেলার সুন্দরবন সংলগ্ন দাকোপ ও কয়রা উপজেলা, দ্বিতীয় পর্যায়ে ২০০৬ সালের মে মাস হতে ২০০৯ সালের জুন পর্যন্ত বাগেরহাট জেলার রামপাল ও মোড়েলগঞ্জ উপজেলা যোগ হয়ে এবং তৃতীয় তৃতীয় পর্যায়ে ২০০৯ সালের জুলাই হতে মংলা, পাইকগাছা ও শরণখোলা উপজেলা যুক্ত হয়ে এ প্রকল্পের ব্যাপ্তি ঘটেছে।

প্রকল্পে প্রদীপনের কাজের পরিধি ঃ

প্রদীপন, এই প্রকল্পের মাধ্যমে সুন্দরবনের সম্পদের উপরে সরাসরি নির্ভরশীল দরিদ্র, হতদরিদ্র ও আদিবাসীদের জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করতে আইনী অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা, উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের সংগঠন বিনির্মান, আইনের ব্যবহারের মাধ্যমে দরিদ্র-হতদরিদ্র-আদিবাসীদের উপর হয়রানি ও শোষণ কমানো, পেশাজীবীদের সুন্দরবনের সম্পদের উপর আইনগত প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি, সরকারি ও বেসরকারী সেবা সমূহে প্রাপ্যতা বৃদ্ধি, ইউনিয়ন পরিষদকে কার্যকরভাবে 'দ্বন্দ্ব নিরসনকারী' প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে সহায়তা করা, ইউনিয়ন পরিষদ, স্থানীয় শালিসি ব্যবস্থা ও অন্যান্য স্থানীয় সংস্থার মাধ্যমে মামলা সমূহের নিষ্পত্তিতে সার্বিক আইনগত সহযোগিতা প্রদান, প্রচলিত আইনের সংস্কারের জন্য সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা, সুন্দরবনের সম্পদ সংগ্রহের উপর চাপ কমাতে নির্দিষ্ট সংখ্যক সুন্দরবনের পেশাজীবী দরিদ্র পরিবারকে বিকল্প জীবিকায়নের ব্যবস্থা করা, সকল পর্যায়ের পেশাজীবী দলীয় সদস্যদের সংগঠন পরিচালনায় সক্ষমতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান ও কাজে নিয়োগকরণ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা, ক্ষুদ্র ঋণ, পয়ঃনিস্কাশন ইত্যাদি সরকারি ও বেসরকারী সেবা সমূহ প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করা, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়/সংসদীয় কমিটি/সচিবালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগের সাথে মতবিনিময়/লবি/অ্যাড্‌ভোক্যাসীর মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল সুন্দরবনের নীতিমালা প্রনয়ন, সর্বোপরি সুন্দরবন সংরক্ষণ ও পেশাজীবীদের অধিকার অর্জনে সহযোগিতার কাজ করে যাচ্ছে।

'জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল জনমুখী বন নীতিমালা প্রণয়ন' প্রদীপনের দাবীর যৌক্তিকতা

প্রদীপন দীর্ঘদিন যাবত সুন্দরবন ও সুন্দরবনের সম্পদের উপর নির্ভরশীল পেশাজীবীদের নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতার আলোকে উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে, সুন্দরবনকে রক্ষা এবং সুন্দরবনের সম্পদের উপর নির্ভরশীল পেশাজীবীদের জীবন মানের উন্নয়ন করতে হলে বন আইন ও বননীতিমালার পরিবর্তন, পরিমার্জন বা সংযোজন প্রয়োজন। যা শুধুমাত্র সুন্দরবন নয়, বাংলাদেশের সমগ্র বনভূমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। প্রদীপন ২০০০ সাল থেকে বনজীবি ও বননির্ভর পেশাজীবীদেন সাথে কাজের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে গবেষণার মাধ্যমে কিছু সুপারিশমালা তুলে ধরার জন্য মার্চ, ২০১১ জাতীয় সংসদ ভবনের ২নং সম্মেলন কক্ষে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির নিয়মিত সভায় এন.জি.ও প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছিল। সেখানে মাননীয় পরিবেশ ও বন প্রতিমন্ত্রী মহোদয় ও অন্যান্য সংসদীয় কমিটির সদস্যগন প্রদীপনের প্রতিনিধিদের ২০১৪ সালে বন নীতিমালার সংস্কার করার প্রাককালে রিভিওতে অন্তর্ভূক্ত করা সম্ভব, এমন কিছু সুপারিশ প্রদান করার পরামর্শ প্রদান করেন। তারই পথ পরিক্রমায় এই প্রকল্পের মাধ্যমে সেখানে কি ধরনের পরিবর্তন সংযোজন কিংবা বিয়োজন করা প্রয়োজন তার উপরই বিশেষজ্ঞ, স্থানীয়, আঞ্চলিক, বিভাগীয় এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ের নীতিনির্ধারক, বনবিভাগের কর্মকর্তা, সরকারী কর্মকর্তা, শিক্ষাবিদ্‌, প্রগতিশীল সংগঠন, বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ, এন.জি.ও প্রতিনিধি এবং সর্বোপরী বন সম্পদের উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর মতামতের উপর ভিত্তি করে একটি নীতিনির্ধারণী পত্র সরকারের কাছে তুলে ধরার জন্য বর্তমান সময়ে কাজ করে যাচ্ছে। তাই পর্যাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত উপস্থাপনের মাধ্যমে প্রদীপন ২০১৪ সালে সংশোধিত বন নীতিমালায় জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়ে অংশীদারিত্বমূলক বনব্যবস্থাপনাকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে সরকারের সাথে কাজ করার জন্য বদ্ধ পরিকর।

প্রকল্প কার্যক্রম এবং সমসাময়িক প্রেক্ষাপট

প্রদীপন মনে করে, বাংলাদেশের সকল অঞ্চলের বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর কল্যাণের জন্য জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টিকে বিবেচনায় আনা অত্যাবশ্যকীয় কেননা জলবায়ু পরিবর্তনের নীতিবাচক প্রভাব ইতিমধ্যে বনভূমির উপর পড়তে শুরু করেছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির পাবার কারণে বাড়ছে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়, বিঘ্নিত হচ্ছে প্রাকৃতিক ভারসাম্য। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বন্যা, খরা, ঘূর্নিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদিরও প্রাদুর্ভাব বাড়ছে। তথা বিশ্বব্যাপী পরিবর্তিত হচ্ছে পরিবেশ, বিঘ্নিত হচ্ছে পরিবেশের উৎপাদনশীলতা। আশংকার বিষয় হচ্ছে যে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, আর্থসামাজিক অবস্থা এবং প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অধিক মাত্রায় নির্ভরশীলতা সময়ের সাথে সাথে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বিপন্নতাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে।

আগামীতে জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে শুধু যে সাইক্লোন, বন্যা, খরা বাড়বে তা নয়, সে সাথে আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ তথা বনজসম্পদ ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থাকেও প্রভাবিত করবে বলে বৈজ্ঞানিকরা আশংকা ব্যক্ত করেছেন কারণ তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও বৃষ্টিপাতের তারতম্য উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের শারীর তাত্ত্বিক ও আচরণগত অবস্থার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, সকল প্রকারের বনভূমিই জলবায়ুর প্রতি উচ্চমাত্রায় সংবেদী।

NEW AGE

TUESDAY, OCTOBER 25, 2011

People's participation in forest management demanded

ভোরের কাগজ

জলবায়ু সহনশীল বন নীতি প্রণয়নের দাবি

ইত্তেফাক

Pre Regional Consultation on Forest Policy

বন নীতিমালা বিষয়ক আঞ্চলিক পরামর্শ সভা

কালের কণ্ঠ ৩

জলবায়ু পরিবর্তনে সহনশীল নীতিমালা প্রণয়নের আহ্বান

জলবায়ুর যে সমস্ত নিয়ামকগুলো বনভূমির উপর প্রভাব ফেলে তা হচ্ছে-

১। বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা;

২। বৃষ্টিপাতের মাত্রা ও পরিমাণ এবং মৌসুমী ঋতুর বিস্তার;

৩। বায়ুমন্ডলের CO_2 র ঘনত্ব;

৪। জলবায়ু চলকসমূহের তারতম্য, আবহাওয়ার চরম অবস্থার পৌনঃ পুনিকতা এবং তীব্রতা।

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে অত্যন্ত ঝুঁকিপ্রবণ অঞ্চল হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে বিবেচিত। জলবায়ু পরিবর্তনের উপর আন্তঃরাষ্ট্রীয় প্যানেল জানিয়েছে যে, এই শতাব্দীর শেষ নাগাদ পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ৪.০° C পর্যন্ত বাড়তে পারে। এই তাপমাত্রা পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত সমুদ্র সমতলের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং বৃষ্টিপাতের তারতম্য যা প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রে মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে বলে প্যানেল মনে করে। আই.পি.সি.সি এর চতুর্থ নিরূপণ সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে, মৌসুমী বৃষ্টিপাত সংগঠনের মাত্রা বাড়বে সেজন্য বর্ষা মৌসুমে উজান থেকে আগত পানিও বাড়বে। তাই বাংলাদেশে বন্যার প্রকোপ বেড়ে যাবে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব হিসেবে সমুদ্র সমতলের উচ্চতা বৃদ্ধি, অত্যাধিক তাপমাত্রা এবং সাইক্লোন এর প্রত্যেকটি উপসর্গের প্রভাব বাংলাদেশের বনজ সম্পদের উপর পড়বে। বিভিন্ন প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটবে, ভূমি ক্ষয় বাড়বে এবং মাটির গুণাগুণ নষ্ট হবে।

১৯৯৪ সালে প্রণীত বন নীতিমালার সীমাবদ্ধতা হচ্ছে, বনভূমির উপর জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপকতাকে অনুধাবন না করা ও জনঅংশগ্রহণমূলক বন ব্যবস্থাপনায় কম গুরুত্বারোপ করা। সে কারনে সমগ্র বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বনের ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনকে ও জনঅংশগ্রহনমূলক বন ব্যবস্থাপনাকে বিশেষ বিবেচনায় এনে বনের সম্পদ সংরক্ষণ, আহরণ ও ব্যবস্থাপনায় বন-নির্ভরশীল পেশাজীবী, বনজীবী ও স্থানীয় সকল পর্যায়ের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ের মাধ্যমে আশু পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। বন উজাড় রোধকরন এবং বনের উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্রতা দূরীকরণের জন্য অংশগ্রহণমূলক বন ব্যবস্থাপনা অত্যাবশ্যকীয় যেখানে ভূমির উপর মালিকানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত। বর্তমান সময়ে অংশগ্রহণমূলক বন ব্যবস্থাপনায় জমি অধিগ্রহণ খুব বেশি কার্যকরী পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে না। সেক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে বনে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীকে জমির উপর মালিকানায় অধিকারের বদলে উত্তরাধিকার সূত্রে ভূমির অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী বন সুরক্ষা ও বন ব্যবস্থাপনায় জনগণের অংশগ্রহণকে আরও উদ্দীপিত করার জন্য জনসচেতনতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সেই সাথে প্রয়োজন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাসমূহের একযোগে পদক্ষেপ গ্রহণ ও তার যথাযথ বাস্তবায়ন।

'জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল জনঅংশগ্রহনমূলক বন নীতিমালা' প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রদীপনের কার্যক্রম

পলিসি অ্যাডভোক্যাসী কার্যক্রম শুরু করার প্রাক্কালে প্রদীপন, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় জনগণের মতামতের ভিত্তিতে একটি জনমুখী বন নীতিমালার স্বরূপ কেমন হওয়া উচিত তার উপর একটি গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। বনের উপর নির্ভরশীল পেশাজীবী ও বনজীবীদের উন্নয়নে ১৯৯৪ বন নীতিমালা সংশোধনার্থে প্রদীপনের নীতিগত একটি অবস্থান আছে যা হচ্ছে 'বৈজ্ঞানিক ও পরিবেশ বান্ধব প্রক্রিয়ায় বনের সম্পদের আহরণ ও বন্টন প্রবর্তনের মাধ্যমে বনের পুনঃউৎপাদনের জন্য জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল জনঅংশগ্রহণমূলক বন নীতিমালা'' প্রণয়ন করা। আর এই অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজন সিবিও, এনজিও, মিডিয়া, সুশীল সমাজ, গবেষক, নীতি নির্ধারণকারী সংস্থাসহ সর্ব মহলের সমন্বিত প্রয়াস।

এই লক্ষ্যে প্রদীপন ইতোমধ্যে যে সমস্ত কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে তা হলো ঃ ১. লক্ষিত জনগোষ্ঠী ও প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে অ্যাডভোক্যাসী ও ক্যাম্পেইন পরিকল্পনা তৈরী ২. 'জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল জনমুখী বন নীতিমালার স্বরূপ' প্রদীপনের পক্ষ থেকে সরকারের নীতি নির্ধারণীমহলসহ সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন পর্যায়ে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা ৩. সর্বস্তরের জনগনের মতামত তুলে আনার জন্য স্থানীয়, আঞ্চলিক ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল জনঅংশগ্রহণমূলক বননীতিমালার উপর প্রাক আঞ্চলিক পরামর্শ সভা ৪. পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে অবগত; বনজীবীদের অধিকার সম্পর্কে ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে জ্ঞাত সমমনা সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গকে সাথে নিয়ে সরকারের সাথে একযোগে কাজ করবার লক্ষ্যে অ্যাডভোক্যাসী ফোরাম গঠন ৫. অ্যাডভোক্যাসী ফোরাম ও প্রকল্পে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে সরকারের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে জোর লবি ও ক্যাম্পেইন কার্যক্রম চালু রাখা ৬. জাতীয় পর্যায়ে সাংবাদিকদের সাথে সভা, সংবাদপত্রে নিবন্ধ লেখা এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর প্রকাশনা প্রকাশ ৭. সংসদ সদস্য এবং পরিবেশ ও বনমন্ত্রনালয়ের সংসদীয় কমিটির সাথে জোর লবি ও সংলাপের আয়োজন ৮. 'জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল জনমুখী বন নীতিমালার খসড়া নিয়ে পরিবেশ ও বনমন্ত্রণালয়ের সাথে মতবিনিময় ও আলোচনা সভা ৯. সংসদীয় কমিটি, সরকারী আমলা ও সুশীল সমাজের কাছে খসড়া নীতিমালা উপস্থাপন, তথ্যের বিশুদ্ধতা যাচাই এবং মতামত গ্রহন ১০. সর্বোপরি বন বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে সভা ১১. পরিশেষে খসড়া নীতিমালার স্বরূপ জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট নীতি নির্ধারকমহলে উপস্থাপন।

আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে একটি কঠিন বাস্তবতা হচ্ছে, যারা বন ধ্বংস করে বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণ করছে তারা জমির মালিকানা ভোগ করতে পারছে এবং আইনী স্বীকৃতি পাচ্ছে আর যারা তিন পুরুষ কিংবা তারও আগে থেকে বন কিংবা বনের আশেপাশের এলাকায় বনজ সম্পদের উপর নির্ভর করে জীবন জীবিকা নির্বাহ করছে তারাই ছন্নছাড়া হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। কিন্তু এখনই সময় বনজীবি এবং বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার। তাই কালক্ষেপণ না করে অনতিবিলম্বে "জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল জনঅংশগ্রহণমূলক বন ব্যবস্থাপনা" কার্যক্রমকে এগিয়ে নেয়া উচিত বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

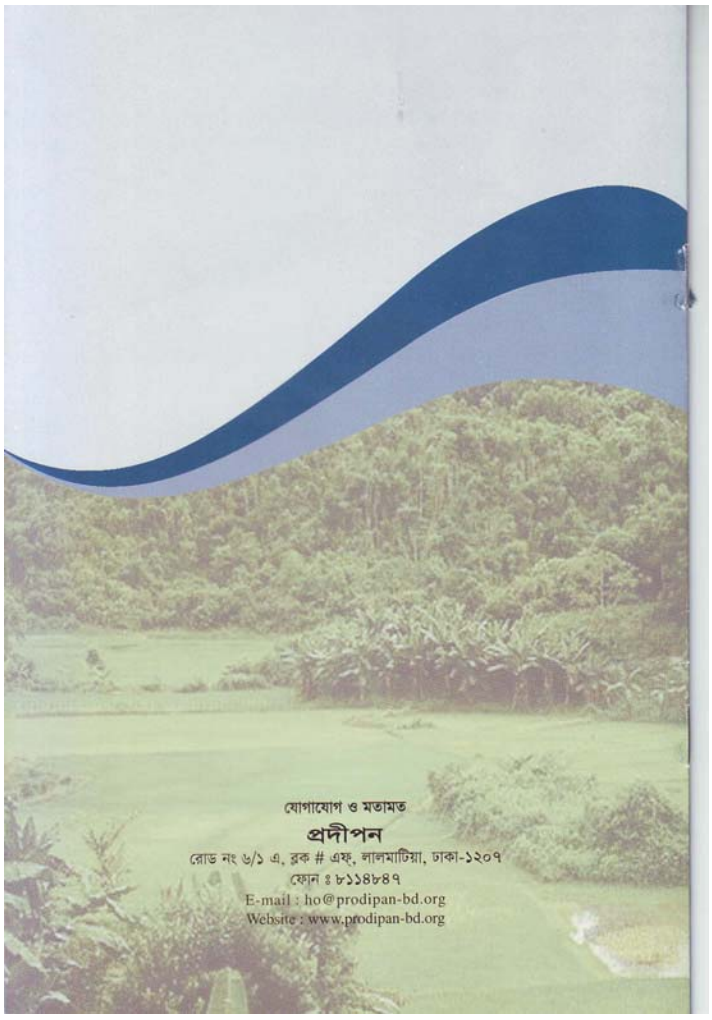

যোগাযোগ ও মতামত
প্রদীপন
রোড নং ৬/১ এ, ব্লক # এফ, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৮১১৪৮৪৭
E-mail : ho@prodipan-bd.org
Website : www.prodipan-bd.org